R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৪ সাল।
২রা জুলাই, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

গৌতমের লাশ পাওয়া গেল ভাগীরথীর বালিয়ার বাঁকে, খুন সন্দেহে বন্ধু গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৪ জুন রাত ১০টার পর থেকে স্থানীয় গভঃ কলোনীর এক যুবক গৌতম মুখার্জী ওরফে কালুর (২৮) নিখোঁজ নিয়ে শহরে গুঞ্জন ওঠে। কালুর পরিবার থেকে স্থানীয় থানায় পরদিন একটি মিসিং ডাইরী করা হয়। খবর ২৪ জুন রাত ৯ টা নাগাদ গৌতম ও তার বন্ধু মাধাই হালদার সদরঘাট ফেরীঘাট থেকে একটি নৌকায় সবুজদ্বীপ খ্যাত চরে বেড়াতে যান। রাত ১০টার পর মাধাই একা ফিরে আসে। তাকে একা ফিরতে দেখে নৌকার মাঝি হরিকমল মাধাইকে তার বন্ধু সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে বলে সাঁতার কেটে চলে গিয়েছে। এরপর খোঁজ খবর করতে করতে কালুর বন্ধুরা ২৬ জুন গঙ্গায় মাঝিদের কাছে জানতে পারেন একটি প্যান্ট পরা মৃতদেহ স্রোতে ভেসে যাবার কথা। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একটি স্পীডবোটে ধাওয়া করে বালিয়ার কাছে গঙ্গার বাঁকে আটকে থাকা লাশটি উদ্ধার করেন ও কালু বলে সনাক্ত করেন। পরে বালিয়া পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফোন করে রঘুনাথগঞ্জ থানাকে জানান তাঁরা লাশ নিয়ে যাচ্ছেন এবং মাধাই হালদারের উপর নজর দেওয়ার অনুরোধও করেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে মাধাইকে তাঁর বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আসে। লাশ থানায় আসার পর মাঝি হরিকমল হালদারকে থানায় আনা হয়। হরিকমল সেদিন রাতের সব ঘটনা পুলিশকে জানায় এবং এসডিপিওর নির্দেশমতো বেশ কয়েকজনের মধ্যে বসে থাকা (৩য় পৃষ্ঠায়)

জেলার রত্ন কিশোরগোপাল মাধ্যমিকে অষ্টম জ্যোতির্ময়, ঋতুপর্ণাও পিছিয়ে নেই

বিশেষ প্রতিবেদক : এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় রঘুনাথগঞ্জের ফলাফল উল্লেখযোগ্য। রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্র কিশোরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাধ্যমিকে ৭৪৮ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থান লাভ করে স্কুলের তথা জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। সে আটটি বিষয়ের মধ্যে সাতটিতে লেটার মার্কস পেয়েছে। সর্বোচ্চ নম্বর অঙ্কে (৯৭)। এছাড়া ঐ স্কুলেরই আরেক রত্ন জ্যোতির্ময় মল্লিক পেয়েছে ৭১৩ নম্বর। সেও আটটির মধ্যে সাতটি বিষয়ে লেটার মার্কস এবং অঙ্কে ফুলমার্কস ১০০ পেয়ে কৃতীদের দৌড়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের ঋতুপর্ণা ব্যানার্জীও পেয়েছে ৭১৩ নম্বর। লেটার মার্কস মোট সাতটি বিষয়ে। রঘুনাথগঞ্জ স্কুল তাদের কৃতী ছাত্রদের শীঘ্রই সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করছে বলে জানা যায়। কিশোরগোপাল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে বিজ্ঞান নিয়ে সরাসরি ভর্তি হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে সে অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসতে চায়। ইতিপূর্বেই সে ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশনে রাজ্যস্তরের পরীক্ষা শেষ করে জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছে। এছাড়া প্রতি বছর বিদ্যালয়ে পড়বার সময় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে সাফল্যের ঝুলি পূর্বেই ভরে ফেলেছে। তবে কলকাতা বা তার আশেপাশের কোন ভাল বিদ্যালয় থেকে কিশোর পরীক্ষা দিলে মাধ্যমিকে তাঁর স্থান আরও উপরের দিকে থাকতো বলে কিশোর এবং তাঁর বাবা স্থানীয় ইউ.বি আই-এর (২য় পৃষ্ঠায়)

বন্যা নিয়ন্ত্রণ সভায় গঙ্গাভাঙ্গন বিভাগের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ জুন স্থানীয় মহকুমা শাসকের চেম্বারে আগামী বছরের বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক সরকারী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জঙ্গিপুর ব্যারেজের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমন্ত্রিত হয়েও স্থানীয় গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগের তরফে (শেষ পৃষ্ঠায়)

দফরপুর সাওড়াপাড়া ফেরীঘাটে নৌকাডুবিতে চারজনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৬ জুন রাত প্রায় আটটা নাগাদ দফরপুর সাওড়াপাড়া ফেরীঘাটে ১২ জন যাত্রীবোঝাই একটি ফেরী নৌকা মাঝ নদীতে ডুবে যায়। চারজন যাত্রীর মৃত্যু হয় এই দুর্ঘটনায়। ঘটনার সময় দমকা হাওয়ায় মাঝি পবন মণ্ডল নৌকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ফলে নৌকাটি উলটিয়ে যায়। মৃত যাত্রীরা হলেন বহড়া গ্রামের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ট্রান্সমিটার সারাতে বিদ্যুৎকর্মীরা অস্বীকৃত হওয়ায় গ্রাম অন্ধকারে

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ থানার বাবুপুর গ্রামের বিদ্যুৎ ট্রান্সমিটারটি বেশ কিছুকাল খারাপ হয়ে থাকার ফলে ঐ এলাকার মানুষ অন্ধকারে। এস এসকে জানালে তিনি সাইদাপুর কল-সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি বাবুপুর যেতে নারাজ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ তিনি হাজার চারেক টাকা না পেলে ওখানে যাবেন না বলেছেন। এই নিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষে মোঃ ইব্রাহিম মিয়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানা যায়। তাতেও কোন ফল হয়নি।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৪ সাল।

সাপ্তাহিক সাহিত্য

প্রয়াত দাদাঠাকুর বাংলা সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য কিভাবে পুষ্টিলাভ করে এবং সমাজজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, সেই সম্বন্ধে গত ১৩৩৭ সালের ২৭ বর্ষের ৮ম সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা আজও সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

বর্তমান-সাহিত্য জিনিষটা যে কি তাহা বুঝিলাম না। বিশেষতঃ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের মত অসাহিত্যিকের পক্ষে বিড়ম্বনা।

এক একখানি মাসিকে ভাষার অনেক প্রকার কেরামতি উঠিয়াছে। ভাবের নানা প্রকার বিস্ফোরক তৈয়ারী হইয়াছে। ছবির কথা—তাহা না বলিলেও চলে।

সে একদিন ছিল যখন সাহিত্যে সমাজ উঠিত বসিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ, দাশু রায়, নিধুবাবু, মধু কান, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও গানে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ নাই। ইঁহাদের অনেক কাল পরে আসিলেন বিদ্যাসাগর। পুরাতন মালঞ্চে বেল-জুই-চামেলী, জবা-চম্পক-করবীর সঙ্গে তিনি রোপণ করিলেন বিদেশী ফুলের চারা গাছ। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি তাহাতে জলসেচন করিলেন, ফুল ফুটাইলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সৃষ্ট মালঞ্চে কীট প্রবেশ করিল। স্বদেশী কীটের উৎপাতেই লোকে অতিষ্ঠ, ইহার উপর আসিল বিদেশী কীট। ইহার আমদানী করিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাতী প্রেমের কীটে বাঙ্গালা সাহিত্য ভরিয়া গেল। যাহা বাকী ছিল তাহার পূরণ করিলেন শরৎচন্দ্র। ভারতী ইহা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বর্তমান সাহিত্য হিংসা বা প্রেমকীটময়। সাহিত্য অর্থে যদি কামকে রঞ্জিত করাই বুঝায়, দিকে দিকে হিংসার আবহাওয়ার সৃষ্টিই বুঝায়, তবে সে সাহিত্য জাহান্নমে যাউক। অনুরাগ বা লভ্ (Love)—গুপ্ত প্রণয়কে পবিত্রতার আবরণ দিবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে খুবই হইতেছে। নায়িকাকে ভালবাসিয়া কি কি করিলাম তাহার জন্য অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্ট হয়। ভালবাসিতাম এখন সে বহু দূরে; তাহার গমনকালে কোন কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হইত তাহার বর্ণনায় মানুষের এমন একটী প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হয়, যাহা সাহিত্যের পবিত্র কর্তব্যের গণ্ডীর বাহিরে।

আজকাল ছবিগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যদি ছবির অঙ্গ বিশেষে আর্ট ফুটিয়া উঠিল ত কথাই নাই। মডার্ণ মাসিকে প্রথমে যিনি ছবির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তিনি কি এতদূর হইবে—ভাবিয়াছিলেন? এই ছবিগুলি যদি সাহিত্যের অঙ্গ—তবে কাহাদের জন্য ঐগুলি অঙ্কিত হয়? যদি অঙ্গ নয়, তবে তাহারা প্যারিস পিকচারের এল্‌বাম সৃষ্ট করুক। সাহিত্যের অঙ্গে ভর করিয়া এরূপ বীভৎসতা ছড়াইবার প্রয়োজন কি?

মাসিকে সাহিত্য চলিতেছে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। ইহা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে সাহিত্য মরিতে বসিয়াছে। লেখকেরা প্রায় সকলেই নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত। আর এক দোষ মাসিকের সম্পাদকগণের। তাঁহারা কেহই নিজ নিজ পত্রিকায় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

সাহিত্যের ভাষা এখন কথার মত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সাহিত্যের ভাষার বুকের ব্যথার মত। পুরলক্ষ্মীদের তাহা হিষ্টিরিয়া; প্রবীণদের তাহা শ্বাসকাস। কথায় সাহিত্য কতটুকু আত্মপ্রকাশ করে? কয়শত কথা প্রত্যেক মানুষে ব্যবহার করিতে পারে—খুব সীমাবদ্ধ সাধারণ কথা যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং বড় ভাব বুঝাইতে হইলে কথা আপনি জড়াইয়া আসে। যেরূপ 'মলয়জ শীতল' এ কথাটি চল্‌তি কথায় কিরূপ হইবে? হয়ত বলিবে 'মলয় যে শীতলতাকে জন্ম দিয়েচে তারই চরশচয়।' কিংবা অন্য কিছু; হয়ত বা এমন কিছু দিয়া বুঝাইবে আমরা তা কল্পনাও করিতে পারিব না। এইরূপ চল্‌তি কথায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ভাষাকে বড় করা? একই বঙ্গভাষা, তাহাতে আবার চল্‌তি কথার সাহিত্য আমদানি করিয়া দলাদলি বাঁধিল কে

সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দাম একটু কমাইলে এবং স্বাস্থ্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিলে সমাজের এবং সাহিত্যের উন্নতি হয়। আর একটি বিষয় আছে, সেদিকে সাহিত্যিকগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাহার নাম সাপ্তাহিক সাহিত্য।

সাপ্তাহিক সাহিত্য, আমাদের আর একটি অবলম্বন যাহাতে ভর করিয়া সাহিত্য প্রভাবশালী হইতে পারে।

মাসিক অপেক্ষা সাপ্তাহিক অনেক বেশী স্থায়ী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

টেলিফোন গ্রাহকদের সভা

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২১ জুন স্থানীয় পৌরসভা ভবনে রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন গ্রাহকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ অনন্ত চন্দ্র। সভায় উপস্থিত জনা ত্রিশেক গ্রাহকবৃন্দ তাঁদের দৈনন্দিন টেলিফোন সমস্যার কথা আলোচনা করেন। এই সভা থেকে টেলিফোন গ্রাহকদের সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য ২১ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

নিখোঁজ গৌতমের লাশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়েছিল এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার সত্য মিথ্যা পুলিশের তদন্তের উপর নির্ভর করছে। তবে স্থানীয় জনগণের দাবী এ ঘটনার তদন্তে যেন কোন গাফিলতি না হয় বা রাজনীতির গোপন চাপে তদন্ত মাঝপথে চাপা না পড়ে।

জেলার রত্ন কিশোরগোপাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মী ইন্দ্র ব্যানার্জী তুজনেই মনে করেন। কিশোরের এই ফলাফলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন দাস, উৎপল মণ্ডল, সুরঞ্জন বিশ্বাস, গৃহশিক্ষক আশু মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জ্যাঠামশাই ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুতালী স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষার ঘোষ, স্থানীয় বই এর দোকান থেকে শুরু করে তার পরীক্ষাকেন্দ্র বাড়ালা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে কৃতজ্ঞ। মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করতে সে সারা বছর সব বিষয়ের উপর সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়েছে বলে জানায়। সর্বোপরি বাবা-মা ও সমস্ত গুরুজনদের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে তার সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি তাও আমাদের প্রতিবেদকের মুহুর্মুহু মনে হয়েছে।

বরুণ রায়ের সংযোজন—পাঁচ বছর আগে জঙ্গিপুর সংবাদে এই ছেলেটিকে নিয়ে লিখেছিলাম। নিতান্ত অল্প বয়সে কুইজ সমাধানে তার অদ্ভুত পারদর্শিতা নিয়ে। পল্‌কা স্বাস্থ্য, চোখে হাই পাওয়ার চশমা। রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল থেকে মোট ৭৪৮ নম্বর পেয়ে এবার সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান দখল করেছে। কিশোরগোপাল ব্যানার্জী। বয়স ১৫ বছর ২ মাস। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় সে ক্লাসের সবার সেরা। পরীক্ষা প্রস্তুতিতে যাঁদের কাছে সাহায্য পেয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুরঞ্জন বিশ্বাস। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে কিশোর বিজ্ঞান নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পড়তে চায়। পরে A. I. I. M. S. পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা। কিশোরের নেশা দাবাখেলা, ডিটেক্‌টিভ বই পড়া ও কুইজ সমাধান করা। সকলেরই আশা, জীবনে সে অনেক দূর যাবে।

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

বি জ্ঞ প্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে নিম্নলিখিত ফেরিঘাটগুলি নিম্নলিখিত নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত স্থানে নীলাম ডাক অনুষ্ঠিত হইবে। নীলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যাক্তিদের অনুরোধ জানানো যাইতেছে যে তিনি যে ঘাট ডাকিতে ইচ্ছুক সেই ঘাটের জন্য নির্ধারিত টেবল্ মানি ব্যাংক ড্রাফ্‌টে নীলাম শুরু হওয়ার পূর্বে নীলামে যিনি সভাপতিত্ব করিবেন তাঁহার সম্মুখে জমা দিবেন। নীলামে যিনি সর্বোচ্চ দরদাতা হইবেন তাঁহার ঘোষিত দর কর্তৃপক্ষের নিকট যথোপযুক্ত বিবেচিত হইলে তবেই তাঁহার উল্লিখিত দর গ্রহণ করা হইবে। নচেৎ দ্বিতীয় ডাককারীকে সুযোগ দেওয়া হইবে। নচেৎ নীলাম বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে। এবং পুনর্নীলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সর্ব্বোচ্চ ডাককারীর দর গৃহীত হইলে ঘোষিত নীলামদরের সম্পূর্ণ টাকা তৎক্ষণাৎ জমা দিলে তবেই ঘাটের অধিকার প্রদান করা হইবে। সর্ব্বোচ্চ ডাককারীর সম্পূর্ণ টাকা তৎক্ষণাৎ জমা না দিলে টেব্‌ল্ মানি সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করা হইবে। নচেৎ ঘাটের অধিকার প্রদান করা যাইবে না। সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে ফেরিঘাট পরিচালন সংক্রান্ত জিলা পরিষদ নির্দ্দিষ্ট সমস্ত নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইবে। ফেরিঘাটে যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পারানির নৌকাগুলির নিরাপদকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাত্রীদের ঘাটে ওঠানামার রাস্তা সুন্দর ও নিরাপদকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ক্রমিক	ফেরিঘাটের নাম	নীলামের তারিখ	সময়	নীলামের স্থান	টেব্‌ল্ মানি
১।	দফরপুর	৪-৭-৯৭	দুপুর ১২টা	মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ	৬৮,৩১০·০০
২।	রাতুরীবাঘা	৪-৭-৯৭	,, ১টা	ঐ	১,২০০·০০
৩।	রাজারামপুর	৪-৭-৯৭	,, ২টা	ঐ	১৬,৫০০·০০
৪।	সাটুই ভগবানবাটী	৪-৭-৯৭	,, ৩টা	ঐ	৭৩০·০০
৫।	হালালপুর	৪-৭-৯৭	,, ৪টা	ঐ	৪,৮৭৫·০০

জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, জিলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

তারিখ ২৬/৬/৯৭

Memo No. 295/2/E Date 26. 6. 97.

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

নিখোঁজ গৌতমের লাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাধাইকে সনাক্ত করেন। পুলিশ মাধাইকে গ্রেপ্তার করে ও পরদিন কোর্টে চালান দেয়। উল্লেখ্য গৌতম ও মাধাই উভয়েরই বাড়ী স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলোনীতে এবং তাঁরা আবাল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে জানা যায়। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরেছিল নানা কারণে। জানা যায় তাঁরা দুজনেই ডি ওয়াই এফ আই করতেন। নিজ দক্ষতায় গৌতম বর্তমানে বাজারপাড়া ইউনিটের সম্পাদক হন। ওদের মহল্লায় একটি পুকুরের কমিটি নির্বাচনেও মাধায়ের দল গৌতমের দলের কাছে হেরে যায়। জাগরণী সংঘ ও পাঠাগার থেকে মাধাইকে বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য বার করে দেওয়া হয়। এছাড়া একটি প্রেমের ঘটনায় উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পায়। মাধাই এর বিবৃতি থেকে এই খুনের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহাবীর-তলার উদয় সিংহ জড়িত বলে জানা যায়। বর্তমানে উদয় পলাতক। স্থানীয় জাগরণী সংঘ পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ শহরের মধ্যে এই ধরনের নৃশংস হত্যার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেন এবং দোষীদের শাস্তির দাবীতে ১ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের নতুন ভবনে এক সভার আয়োজন করেন। জাগরণী সংঘের জনৈক সদস্যের কাছ থেকে জানা যায় গৌতমের মৃতদেহ দেখে পুলিশের সন্দেহ তাঁকে হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর মুখে এ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সনাক্তকরণের বাধা সৃষ্টির জন্য। এছাড়া নাকি মদের সঙ্গে এ্যাসিড খাইয়ে (২য় পৃষ্ঠায়)

পাঠকদের কাছে অনুরোধ

'জঙ্গিপুর সংবাদ'র স্থানীয় হকার সর্বেশ্বর ঘোষের সঙ্গে বর্তমানে আমাদের কোন যোগাযোগ নাই। যেসব পাঠক নগদ দামে তাঁর কাছ থেকে পত্রিকা নিতেন, তাঁরা সরাসরি আমাদের দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করলে আমরা পত্রিকা পৌঁছে দেব।

কর্মাধ্যক্ষ—জঙ্গিপুর সংবাদ

সেঞ্চুরী সিমেন্টের রাজমিস্ত্রী সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ জুন স্থানীয় সদরঘাট মিউনিসিপ্যাল লজে সেঞ্চুরী সিমেন্টের বহরমপুর ডাম্পের ক্লীয়ারিং ও হ্যাণ্ডলিং এজেন্ট প্রকাশচন্দ্র সাহার ব্যবস্থাপনায় ও স্থানীয় এজেন্টদের সহযোগিতায় এলাকার প্রায় পঞ্চাশজন রাজমিস্ত্রীকে নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কোম্পানীর তরফে জি কে আগরওয়ালা, সেলস অফিসার এস জি বাস, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং) এ কে উপ্পল, কোম্পানীর কেমিষ্ট প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সম্মেলনের উদ্দেশ্য, সিমেন্ট ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি এবং সেঞ্চুরী সিমেন্টের গুণাগুণ বর্ণনা করেন। মিস্ত্রীদের পক্ষ থেকে মকবুল সেখ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলেন। সেঞ্চুরী পি পি সি ব্রাণ্ডের সিমেন্ট বলে বর্ণনা করা হয়। বহরমপুরের এ কে ডিষ্ট্রিবিউটরের পক্ষে প্রকাশ সাহা আমাদের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে জানান, ভবিষ্যতে তাঁরা প্রযুক্তিবিদদের নিয়েও এরূপ সম্মেলনের ব্যবস্থা করবেন। কোম্পানীর তরফ থেকে এরূপ সম্মেলনের আয়োজন করার উদ্দেশ্য সেঞ্চুরী ব্রাণ্ডকে আরও জনপ্রিয় করা এবং সিমেন্টের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মুর্শিদাবাদের মতো রাজমিস্ত্রী অধ্যুষিত এলাকার মিস্ত্রীদের সঙ্গে একাত্মতা সাধন। সেঞ্চুরী সিমেন্ট জেলায় পূর্বের বছরের তুলনায় এ বছর তাদের সেল অনেক বেশী বাড়িয়ে ফেলেছে বলে প্রকাশবাবু মন্তব্য করেন। স্থানীয় এজেন্টদের মধ্যে গোরাচাঁদ দত্ত এবং জঙ্গিপুর পারের কালীকিঙ্কর কর্মকারের কাজ ভাল বলে জানা যায়। তবে সম্মেলনে কম দামী সিমেন্টের সঙ্গে সেঞ্চুরী ব্রাণ্ডের মতো বেশী দামী সিমেন্টের পার্থক্যটা কোথায় কোম্পানীর তরফে তা পরিষ্কার করা হয়নি। সম্মেলনের শেষে কোম্পানীর তরফ থেকে কিছু উপহার দিয়ে মিস্ত্রীদের উৎসাহিত করা হয়।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাখিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

গঙ্গা ভাঙন বিভাগের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক (১ম পৃষ্ঠার পর)

কেউ উপস্থিত হননি। মহকুমা শাসক নিজে ফোনে গঙ্গা ভাঙন বিভাগের এক্সিকিউটিভকে অনুরোধ করলে তিনি লোক পাঠাচ্ছেন বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ না আসায় উপস্থিত সকলেই অবাক হন। গঙ্গাভাঙন বিভাগের সরকারী এই আলোচনা সভায় না আসার অনীহা উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। সভায় সুতী ১নং, ২নং এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং, ফরাক্কা প্রভৃতি ব্লকের গঙ্গার বন্যা ও ভাঙন নিয়ে ও তার প্রতিকারের দীর্ঘ আলোচনা হয়।

চারজনের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

মুনিয়া বিবি (২২), ওঁর দুই ছেলে পিয়ারুল (৪) ও জিয়ারুল (৬ মাস), দফরপুর সেগুড়াপাড়ার সেতাবুল সেখের ছেলে সাবিরুল (৪)। চার জনেরই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং-২০ ✶ তারিখ-২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং-৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ✶ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।